যায়যায়দিন

তারিখ 3-JUL-2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

ভারতে স্কুল খরচ জোগাতে হিমশিম খাচ্ছেন অভিভাবকরা

আট বছরে ব্যয় বেড়েছে ১৬০ শতাংশ

দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া

ভারতের রাজনীতিবিদরা মুদ্রাস্ফীতি, পেঁয়াজ বা বেগুনের দাম নিয়ে রাস্তা গরম রাখলেও সে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য সবচেয়ে মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে ছেলেমেয়েদের ভালো স্কুলে পড়াশোনার খরচ জোগানো। দেশটিতে গত আট বছরে স্কুল ফি বেড়েছে ১৬০ শতাংশ। এছাড়া প্রতি বছরই টিউশন ফি বেড়েই চলেছে। এক জরিপে এ তথ্য জানা গেছে।

আসোচাম সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত 'স্কুলে পড়ানোর খরচ বৃদ্ধি ও অভিভাবকদের সঙ্কট' শীর্ষক এক জরিপে বলা হয়, ২০০০ সালে যেখানে স্কুলপড়ুয়া একটি বাচ্চার পেছনে টিউশন ফি ছাড়াই খরচ ছিল বার্ষিক ২৫ হাজার রুপি ২০০৮ সালে তা ৬৫ হাজার রুপিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এ সময়ের মধ্যে সচ্ছল পরিবারগুলোর আয় ৩০ শতাংশের বেশি বাড়েনি।

ভারতে একটি প্রাইভেট স্কুলের বার্ষিক গড় খরচ ৩৫ হাজার রুপি। আনুষঙ্গিক খরচ আরো ৩০-৩৫ হাজার রুপির কাছাকাছি। জরিপে বলা হয়, দেশটির প্রায় তিন কোটি শিশু প্রাইভেট স্কুলে পড়ে।

এ বছরের এপ্রিল ও মে মাসে দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা, ব্যাঙ্গালোরসহ নয়টি প্রদেশের দুই হাজার কর্মজীবী অভিভাবকদের ওপর পরিচালিত জরিপে প্রতি ১০ জনের একজন জানায়, খরচের কথা মাথায় রেখে তারা এখন নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী স্কুলে বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন। ৬৫ শতাংশ অভিভাবক জানান, বাচ্চাদের টিউশন ফির খরচ জোগাতেই তাদের বেতনের অর্ধেক টাকা ব্যয় হয়। ৫০ শতাংশ একমত হয়ে জানান, বাচ্চাদের স্কুলের খরচ জোগাতে তাদের রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে।

৬০ শতাংশ অভিভাবকের মতে, শিক্ষা এখন ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। তারা বলেন, টিউশন ফি বেশি মানেই সেখানকার পড়াশোনার মান ভালো– বিষয়টি মোটেই সে রকম নয়। এসব স্কুলে প্রতি বছর ফি বাড়ানোর পেছনে যেসব কারণ দেখানো হয় তা-ও অযৌক্তিক। জরিপে দেখা যায়, কোনো কোনো প্রাইভেট প্রিপারেটরি স্কুলে প্রতি টার্মে ২৫ হাজার রুপি নেয়া হয়।

এ রকম নামকরা একটি স্কুলে পড়ুয়া দুই বাচ্চার অভিভাবক জানান, এসব স্কুলে প্রতি বছরই ফি বাড়ানো হয়। স্কুলে কোনো না কোনো কিছু লেগেই থাকে, যার জন্য আমাকে বাজেটের চেয়েও বেশি অর্থ খরচ করতে হয়।

পরিবহন খাতেও অভিভাবকদের গুনতে হয় প্রচুর অর্থ। প্রতিটি বাচ্চার জন্য এ খাতে অভিভাবকদের বছরে অন্তত ১২ হাজার রুপি খরচ করতে হয়। এছাড়া প্যাকেট লাঞ্চের জন্য খরচ করতে হয় আরো ৯ হাজার ৬০০ রুপি আর জুতামোজা খাতে বার্ষিক খরচ ৪ থেকে ৫ হাজার রুপি।

দক্ষিণ দিল্লির বিখ্যাত এক প্রাইভেট স্কুলে পড়ছে এমন এক মেয়ের মা রাখি সেনগুপ্তা বলেন, এটি অসদুপায়ে অর্থ উপার্জনের একটি পন্থা ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু আমাদের এছাড়া তো আর কোনো উপায় নেই।